Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে মাঘ বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 8th Feb. 1956 { ৩৭শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন্‌
প্রভৃতি পার্টস্‌ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌-জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে মাঘ বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

"কত ঢেউ উঠছেরে দিল দরিয়ায়"

—•—

এক শ্রেণীর বাউল ভিক্ষুকরা এই গান গেয়ে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াত। গানটি সব মনে নাই, যে টুকু মনে আছে নিম্নে প্রকাশ করলাম—

"কত ঢেউ উঠছেরে দিল দরিয়ায়।
আমার মন ভোলা চঞ্চলা হ'য়ে
ঠাওরাতে না পারে তায়।
ঘড়ি ঘড়ি উঠ্‌ছেরে তুফান,
জোয়ার এসে, যায় গো ভেসে,
অমূল্য রতন—
কত মণি-কোঠা পড়ছে ধ্বসে,
গুরুদেব নিয়ে চল কিনারায়।"

গানটির মানে যা বোঝা যায় তাতে মনে হয় খেয়ালী বিধাতা যখন প্রবল তুফান দিয়া মানুষকে বিপন্ন করে তখন মানুষ সদুপদেষ্টা গুরুর দয়া প্রার্থনা করে।

বিধাতাকে আমরা দেখি নাই, দেখিতে পাইবার আশাও নাই। তবে মানুষ বিধাতা দেশের শাসন ক্ষমতা পাইয়া যে সব খামখেয়ালী দেখায় তাহা সাধারণ নিরীহ অধিবাসীদের পক্ষে তাদের দিল-দরিয়ার খেয়াল তুফানের চেউয়ে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। একজন খেয়ালী ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির খোসখেয়ালে দেশশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। বহু জনের সম্মিলিত শক্তি সেই ক্ষমতা-দৃপ্ত শক্তির অন্যায় জেদ বা আবদারের নিকট তুচ্ছ লিয়া মনে হয়।

এক পল্লীগ্রামের ধনী লোকের মাতাল ছেলের খেয়ালে গ্রামশুদ্ধ লোকের উৎসব উপলক্ষে বহু টাকা ব্যয়ে আনীত কলিকাতার যাত্রাভিনয় অর্দ্ধেক শেষ হইতে না হইতেই ভাঙিয়া দিতে হইয়াছিল।

উৎসবে দশ জনে চাঁদা দিয়া যাত্রার দল কলিকাতা হইতে আনাইয়া অভিনয় আরম্ভ করায়। যাত্রা-ওয়ালাদের গানে বক্তৃতায় সাধারণে মুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধে গান শুনিতেছে। এমন সময়ে গ্রামের জমিদারের মাতাল ছেলে যাত্রার আসরের এক পাশে জামার পকেটে মদের বোতল ও আঁচলে চাল কলাই ভাজা লইয়া মুখ নীচু করিয়া মদ্যপান ও চাট ভক্ষণ করিতেছে। যেই নেশা একটু বেশী হয়েছে, তখন এক অভিনেত্রীর করুণ রসের অভিনয় শুনিয়া "বাঃ বাঃ ক্যাবাৎ!" "এন্‌কোর" বলিয়া গোলমাল সুরু করিল। সকল লোকে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধরিয়া আসর হইতে বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইল। ধনী-নন্দনের স্বজনগণও বিরক্ত হইয়া তাহার বিতারণ সমর্থন করিলেন। মাতাল ছেলে তখন বীররসে বার কতক কোই হ্যায়! কোই হ্যায়! করিয়া ডাকিতে লাগিল। কাহারও সাড়া না পাইয়া কাতর স্বরে বলিল—আমার কি কেউ নাই! যে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার সাহায্য করে! কাহাকেও না পাইয়া আসরের বাহিরে ময়দানে ৩।৪টি খেঁকী কুকুর দেখিয়া তাহাদের কাছে জোড়-হাত করিয়া বলিল—বাবা! কত দিন নেশার চোটে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়ে থাকি, তখন তোমরা এসে আমার চাটমাখা মুখ চেটে কত আদর কর। বাবা, আজ একবার সহানুভূতি দেখাবে না? এই ব'লে আঁচলের চালভাজা তাদের মুখের কাছে ঢেলে দিলে। কুকুরগুলি খেতে সুরু করেছে এমন সময় সে অস্থিসার লোমবিহীন একটি খেঁকীর চারি পা একত্র ধরিয়া আসরের উপর যে সামিয়ানা খাটান হ'য়েছে তারই মাঝখানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কুকুর অত উঁচুতে পড়িয়া কেঁও, কেঁও, চীৎকার আরম্ভ করিল। মধ্যখানেই যাত্রা ভাঙিয়া গেল। তখন মাতাল সকলকে গালমন্দ দিয়া বলিল—আমার কেউ নাই মনে করেছিস্, এক কেঁও ছেড়েছি, এখনও তিন কেঁও মজুত আছে। দেখলি আমার ক্ষমতা! আর যাত্রা করবি?

সীমানা কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া যখন কংগ্রেসের ৪ প্রধান নিজেদের রায় প্রকাশ করিলেন, তখন বোম্বাই ও উড়িষ্যায় প্রলয় নাচন সুরু হইল, বিহারও নাচিয়াছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ দুই প্রধানই পশ্চিম বাংলায় অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে নীরব হরতাল হইল। মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসাধিপ দিল্লী হইতে দমদম বিমান ঘাটিতে আসিবা মাত্র তাহাদের জয়মাল্য পরাইলেন কে বা কাহারা। শোনা গেল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পশ্চিম বাংলাকে সূচ্যগ্র মৃত্তিকা দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত বিহার রাজ্য পশ্চিম বাংলার সহিত সম্মিলিত হইয়া এক রাজ্যে পরিণত হইল। যে পশ্চিমবঙ্গ নীরবে শান্তির সঙ্গে হরতাল করিয়া বিক্ষোভ দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল, সেই বাঙ্গলায় নাচন সুরু হয় হয় ভাবটা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ এসেম্‌ব্লির কংগ্রেস সদস্য যাঁহারা একদিন ডাঃ রায়ের কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত পশ্চাদনুসরণ করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অভিমত ভিন্ন এই বিহার মিলনে সর্দ্দার যেমন তাঁহার নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও সহ-কর্ম্মীদের মতের অপেক্ষা করেন নাই, ইঙ্গিতে সেই কথাই মনে করাইয়া দিয়া লজ্জা দিতে দ্বিধা করিতে-ছেন না। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় কোন্ দরিয়ায় ঢেউ উঠায়।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় শান্তির সহিত হরতাল করা পশ্চিম বাঙ্গলায় এই এক মন্দ কেঁও ছাড়েন নি।

মোটর-বাসে ভিড়

লালগোলা হইতে রাত্রি ৮-৩৮ মিনিটে ৩৬৫-এল আপ ট্রেণের প্যাসেঞ্জার লইয়া যে মোটর বাসখানি জঙ্গিপুর অভিমুখে আসে তাহাতে ভীষণ ভিড় হই-তেছে। গাড়ীর ভিতরে সিটে বসা প্যাসেঞ্জারের গা ঘেষিয়া গাদাগাদি ভাবে লোক দাঁড়াইয়া থাকে, ফুট বোর্ডে ও ছাদের উপরে লোক চাপান হয়। কর্ত্তৃপক্ষ এই রুটে যাঁহাকে গাড়ী চালাইবার অনুমতি

দিয়াছেন তিনি আবার অন্য লোককে উহা ইজারা দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ছাদে ও পা-দানীতে লোক লওয়া খুবই বিপজ্জনক। আমরা এই বিষয়ে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শীতে বসন্ত

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির বিভিন্ন পল্লীতে পানি-বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সংক্রামক হেপাটাইসিস রোগ নিবারণের ব্যবস্থা অবলম্বন

দিল্লীতে সংক্রামক হেপাটাইসিস রোগের ব্যাপক আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দিল্লী হইতে আগত ব্যক্তিগণ এই রোগের বীজাণু এই রাজ্যে লইয়া আসিতে পারেন এইরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে।

আক্রান্ত ব্যক্তির মলের ভাইরস হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা প্রধানতঃ খাদ্য ও পানীয়ের মারফৎ বিস্তার লাভ করে। রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হইল ক্ষুধানাশ, বমনভাব, বমন, তলপেট ব্যথা, প্লীহা বৃদ্ধি ও জ্বর। সাধারণতঃ ইহার পর কামলা রোগ দেখা দেয়। এই রোগ বন্ধ করিতে হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে এবং সরাসরি বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা মাছির দ্বারা সংক্রামিত খাদ্য, পানীয় ও দুধ দূষিতকরণ নিবারণ করিতে হইবে। অন্ততঃ পাঁচ মিনিট সময় ফুটাইয়া লইলে বীজাণু মুক্ত হয়। কাঁচা খাইবার সময় ফল এবং শাক-সব্জী ভালভাবে ধুইয়া লওয়া দরকার। পটাসিয়াম পারমেঙগানেট লোসনএর মত বীজাণুনাশক দ্রব্য দ্বারা ধুইয়া লইলে ভাল হয়।

উপরিউক্ত উপসর্গ দেখা গেলে সংগে সংগে নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্য কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। তাহা হইলে দ্রুত অনুসন্ধান এবং নিবারণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। (প্রেস নোট)

সফ্‌ট্‌ এবং গ্যাস কোকের নূতন লাইসেন্স

১৯৪৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ সফ্‌ট্‌ কোক ডিষ্ট্রীবিউশন অর্ডার অনুযায়ী প্রাপ্ত বর্ত্তমান সফ্‌ট্‌ এবং গ্যাস কোকের হোলসেল ডিলার লাইসেন্স, রিটেল ডিলার্স লাইসেন্স এবং লার্জ কন্‌জিউমার্স লাইসেন্সের মেয়াদ ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইয়া যাইবে সময় মতো যাহাতে এই সকল লাইসেন্স নূতন করিয়া করানো যায় সেই উদ্দেশ্যে যথানির্দ্দিষ্ট ফি সহ কলিকাতার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে আবেদন পত্র কলিকাতার ১১এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটস্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্‌জিউমার্স গুড্‌স্‌ এর ডিরেক্টরের অফিসে ১৯৫৬ সালের ১০ই জানুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে সফ্‌ট্‌ কোক এবং গ্যাস কোকের লাইসেন্স নূতন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের কোন স্থানে বা কোন গৃহে চার টনের অধিক কয়লা মজুত করিবার জন্য ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস এ্যাক্ট অনুযায়ী লাইসেন্স লইতে হইবে। পূর্ব্বলিখিত ঠিকানায় খাদ্য, ত্রাণ বিভাগের অধীন কন্‌জিউমার্স গুড্‌স্‌ এর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর এর নিকট বিস্তৃত খবর পাওয়া যাইবে। (প্রেস নোট)
(মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচার অফিস হইতে প্রচারিত)

ডাকাতি

গত ২১শে জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত পিয়ারাপুর গ্রামের শ্রীঝড়ুলাল দাসের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতদের সোরগোলে পল্লীর অধিকাংশ লোকই উক্ত বাড়ীর আশপাশে জমায়েত হয়। ডাকাতদের বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া পরীক্ষিৎচন্দ্র দাস নামক এক যুবক ঘটনাস্থলে মারা যায়। আভর্ষি সেখকে গুলি বিদ্ধ অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে পাঠান হয়, তাহার অবস্থাও সঙ্কটজনক। পুলিশ তদন্তে ১০ জন আসামী ধরা পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বাড়ী ও বাগান বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জে নান্নুবাবুর মিলের সন্নিকট গোয়ালপাড়ার সংলগ্ন পশ্চিমে মাটীর বাড়ী ও রকমারী বাহাল ফল ও ফুলের গাছসহ বিক্রয় হইবে। পাবলিসিটি অফিসে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ দাস
সাং রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই মার্চ্চ ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

২৯২ খাং ডিঃ অনিলকুমার সাহা দেং ধীরেন্দ্রনাথ সরকার দিং দাবি ৩০৶৬ থানা সুতী মৌজে রাতুরী ৩০ শতকের কাত ৩/৩ আঃ ৩৬৲ খং ৫৮৫

৩৪২ খাং ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং আব্বাস আলি সেখ দিং দাবি ৮৬৷৶৬ থানা সুতী মৌজে বংশবাটী ৮-৫ শতকের কাত ১২৷৶০ আঃ ২৫০৲ খং ২৮১

১৬ খাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠী দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ১১৷৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নসীপুর ২-৭৩ শতকের কাত ৬৮৶৬ পাই আঃ ২৭০৲ খং ২০৪

২১ খাং ডিঃ ঐ দেং রসুল মহাম্মদ মণ্ডল দিং দাবি ১৬৷৯ মৌজাদি ঐ ১৬-৭ শতকের কাত ৩৪৮৶৪ আঃ ১৬০০৲ খং ৪৬

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৯শে মার্চ্চ ১৯৫৬

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

২১০ খাং ডিঃ সুবোধকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং আলি মুরতুজা দাবি ৫৬৶১৫ থানা সাগরদীঘি মৌজে শীতলপাড়া ২৪০ শতকের কাত ৭৲ আঃ ১০০৲ খং ১৫১।২১১ এক্ষণে জমিদার পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর।

২০৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ইয়াকুব মির্জ্জা দাবি ৮১৸৹ মৌজাদি ঐ ৩১৪ শতকের কাত আঃ ২০০৲ খং ১৬১

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রাগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আগামী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বাঙলা সাহিত্যে কবিতায় ৮ নম্বর পরীক্ষার্থীর আয়ত্তাধীন

মুশকিল-আসান

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

(১) আত্মবিলাপ

(২) কাশীরাম দাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

(৩) ভারততীর্থ

(৪) ন্যায়দণ্ড

কামিনী রায়

(৫) মা আমার

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(৬) আমরা

কালিদাস রায়

(৭) ছাত্রধারা

এই সাতটি কবিতার প্রত্যেকটির (,) কমা, (;) সেমিকোলন ইত্যাদি নির্ভুল-ভাবে লিখিবার জন্য ৭টি ছড়া "মুশকিল-আসান" পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য প্রতিখানি ৵০ দুই আনা মাত্র।

একখানি ডাকে লইতে হইলে সাড়ে তিন আনার এক পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়। দাম ৵০ আনা+ডাক মাশুল /০ আনা+সার্টিফিকেট অব্ পোষ্টিং ৻১০ পয়সা মোট চৌদ্দ পয়সার চৌদ্দখানা টিকিট। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলের চিঠির কাগজে বা রবার ষ্ট্যাম্পযুক্ত পত্রে অর্ডার দিলে তাঁহার আবশ্যক মত সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—***সুরমা দাশ গুপ্ত***

C/o. Reproduction Syndicate,
7/1, Cornwallis Street
Calcutta—6.

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ***আমরা*** কবিতায় প্রথম ৮ লাইনে চিহ্নগুলির ছড়া নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আমরা

(প্রথম আট লাইন)

প্রথম লাইনে কিছু নাই।
দ্বিতীয় লাইনে **তীর্থে** (—)
ড্যাস দিবে ভাই।
এই লাইনেই **বরদ বঙ্গে**
(;—) সেমিকোলন ড্যাসের সঙ্গে
সাতের লাইনে **তরঙ্গভঙ্গে**
(,—) কমা সনে ড্যাস চাই।
ফুল, মালা, মুকুট, আলা,
ধান্য, স্নেহ, পদ্ম, দেহ,
আটটিতে আট (,) কমা দিতে
ভুল ক'রো না কেহ।
মধু-মালা, শৃঙ্গ-মুকুট
কোল-ভরা, বুকভরা
অতসী-অপরাজিতায়,
(-) হাইফেন বাঁধাধরা।
(।) পূর্ণচ্ছেদ দিতে হবে
ষ্ট্যাঞ্জা হ'লে অন্ত।
কম্‌লার 'ম্' এর নীচে
দিবে ভাই হসন্ত।
গ'ণে দেখ ১৮টি চিহ্ন হ'লো কিনা—
তা যদি ঠিক হ'য়ে থাকে—
নাচো তা ধিন্ ধিনা।

(প্রাপ্ত)

সাধারণের অবগতির জন্য জানান যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইলেকট্রিসিটি ডেভলপমেন্ট ডাইরেকটোরেট বিভাগ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে ইলেক্‌টিক লাইন প্রসারকল্পে তাঁহাদের বিভাগীয় কর্ম্মচারী দ্বারা সহর পরিদর্শনান্তে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত এলাকায় লাইন বসাইতেছেন। এ বিষয়ে পৌরকর্তৃপক্ষের কোন হাত নাই। কিন্তু কোন কোন এলাকায় ইলেকৃটিক লাইন না যাওয়ায় এ বিষয়ে পৌরকর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব, অবিবেচনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে নানান আলোচনা হওয়ায় এবং সহরের অতি অল্প পরিমিত এলাকায় লাইন বসানো হওয়ায় মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ গত ১৭।১।৫৬ তারিখের বিশেষ সভায় সহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় ও বিশিষ্ট জনাকীর্ণ এলাকায় বিশেষভাবে অবিলম্বে জঙ্গিপুর বরোজ এলাকা ও রঘুনাথগঞ্জ আদালত ও ম্যাকেঞ্জি পার্ক এলাকা দয়ালবাবু লেনে ইলেকট্রিক লাইন পরিসরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গত ১৮।১।৫৬ তারিখের ৫৭২ নং পত্রে উক্ত প্রস্তাবের নকলসহ সরকারী বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়
পৌরসভাপতি, জঙ্গিপুর-পৌরসভা।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ২৯শে জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ সেবা-শিবির ব্যায়াম বিভাগের উদ্যোগে শিবির ময়দানে বালক বালিকাদিগের বাৎসরিক খেলাধুলা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। প্রতিযোগিতায় ৮২জন বালকবালিকা যোগদান করে। সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীমতী চিত্রলেখা দাস-গুপ্তা, বি-এ ও শ্রীমতী ইলা মৌলিক, এম-এ। সভায় শ্রীমতী দীপ্তি কুণ্ডু, বি-এ ও শ্রীমতী স্নেহলতা ভাওয়াল, বি-এ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসকের তালিকা

কলিকাতা ও সহরতলীতে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চিকিৎসকগণের অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁহাদের সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ স্নাতকোত্তর যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকগণের নামের এক তালিকা প্রস্তুত করার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রাপ্তির মাধ্যমে জেলা ও মহকুমার হাসপাতালগুলির অবস্থার উন্নতিবিধানেরও সরকারের অভিপ্রায়। ইহার ফলে কলিকাতার অতিরিক্ত কর্ম্মব্যস্ত হাসপাতালগুলির উপর চাপও হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। যে সব চিকিৎসক রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে অবৈতনিকভাবে শিক্ষা দেওয়া ও অন্যান্য ব্যাপারে কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নাম তালিকাভুক্ত করাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। তাঁহারা যেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের গুণাবলী, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি জানাইবার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট প্রোফর্ম্মা পাঠাইবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে লিখিত আবেদন স্বাস্থ্যকৃত্যকের অধিকর্ত্তার নিকট পাঠান। বর্ত্তমানে যাঁহারা অবৈতনিকভাবে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদেরও আবেদন করিবার অনুরোধ জানান যাইতেছে।

এই পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য সকল প্রকার চিকিৎসকের নিকট হইতে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। —প্রেসনোট

২ নাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও

কাজ হয় অবসরে
বিনিময় ঘরে ঘরে

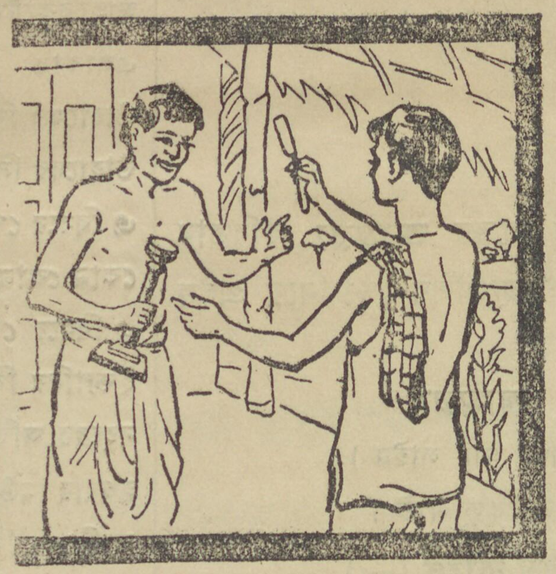

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরীক্ষামূলক ভাবে যে নতুন একটি কাজে হাত দিয়েছেন তার নামকরণ হয়েছে—"পল্লী বিনিময়-পরিকল্পনা", ইংরাজীতে বলা হ'চ্ছে 'দি ভিলেজ এক্সচেঞ্জ স্কীম'। এই পরিকল্পনা মতো প্রথম কাজ শুরু হয় ১৯৫৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর—বীরভূম জেলার এক অখ্যাত পল্লীতে। সেখানকার এক ছুতোর অবসর সময়ে একটুকরো ফেলে-দেওয়া কাঠ থেকে ছোট্ট একটি পিলসুজ তৈরী করে। দাম ধরে মাত্র পাঁচ আনা। পিলসুজটা নিয়ে সে যায় এক কামারের কাছে। সেই কামারটিও তার অবসর সময়ে একটি ক্ষুর তৈরী ক'রে রেখেছিল আর, তার দামও ধরেছিল মাত্র পাঁচ আনা। কামারের স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল একটি পিলসুজ কেনবার। আর ছুতোরেরও দরকার ছিল একটি ক্ষুরের। এইভাবে তারা তখন পিলসুজ আর ক্ষুর পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করলো। ফলে, যার যেটি দরকার ছিল সে সেটি পেয়ে গেল। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের এক পল্লীতে প্রথম বিনিময়-প্রথা চালু হ'লো।

তখন থেকে প্রতি মাসেই এই প্রথার ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অক্টোবর মাসের শেষে এই বিনিময়-প্রথা সমষ্টি-উন্নয়ন ও জাতীয়-সম্প্রসারণ ব্লকের অন্তর্গত ৯২০টি গ্রামে চালু হয়েছে আর মোট ৪,৯৬৯ জন কারিগর এই প্রথায় কাজ করেছে। উৎপাদিত জিনিসপত্র আর শ্রমের যে বিনিময় হয়, টাকার অঙ্কে হিসাব করলে তা হয় ২৩,৮০২ টাকা। বিনিময়-প্রথা চালু না হ'লে এই বাড়তি উপায় হ'তো না।

বিনিময়-পরিকল্পনার পেছনে যে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, টাকার মূল্য দিয়ে তার যাচাই করা চলে না। উদ্দেশ্য হ'লো, এই বিনিময়-প্রথার মধ্য দিয়ে পল্লীর কারিগরী শক্তিকে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা হবে, যাতে ক'রে দেশকে সমৃদ্ধতর ক'রে গ'ড়ে তোলবার প্রেরণা তাঁরা পান—আর যাতে সেই পথেই গ'ড়ে ওঠে

সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

AGVES-8-1